দর্শনায় ফেনসডিলসহ তিন মাদক ব্যাবসায়ী আটক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ৬০ বোতল ফেন্সিডিলসহ তিন মাদক কারবারিকে আটক করেছে পুলিশ।

শুক্রবার (১৬ই ডিসেম্বর) ভোর সাড়ে ৫টার সময় পৌরশহরের দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রাম হতে তাদের ৩ জনকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলো, দর্শনা থানাধীন মদনা গ্রামের মৃত নজির আহম্মেদের ছেলে আব্দুল হালিম (৩৬), দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের মৃত দানেস মণ্ডলের ছেলে আক্তার হোসেন (৫৫) এবং পারকৃষ্ণপুর গ্রামের মজিবুল হকের ছেলে সেলিম হোসেন (২৩)। তাদের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এ.এইচ.এম লুৎফুল কবীর জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার এসআই সোহেল রানা এবং এএসআই মামুনুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ শুক্রবার ভোর সাড়ে ৫টার সময় দর্শনা থানাধীন দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযান পরিচালনাকালে দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের আক্তার হোসেনের বাড়ির পিছনের পাকা রাস্তার উপর হতে তিনজনকে আটক করা হয়।

আটককৃতদের কাছে থেকে ৬০ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। আজ তাদেরকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করা হয়েছে।

দর্শনা থানা পুলিশের অভিযানে ইয়াবাসহ একজন গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ইয়াবা সহ কুড়ুলগাছির বিপুল হাসান (২৩) নামের এক মাদক ব্যাবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে।

সোমবার দুপুর দেড়টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ইন্সপেক্টর এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নের্তৃত্বে থানার এসআই সুমন্ত বিশ্বাস, এসআই শামীম রেজা, এসআই সোহেল রানা, এএসআই সানোয়ার হোসেন, এএসআই মামুনুর রহমান ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা থানাধীন দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের কুড়ুলগাছি গ্রামে।

এসময় গ্রামের গুলশানপাড়ার মৃত ফলেহার মন্ডলের ছেলে তারিকুল ইসলামমের বাড়ীর সামনে কাচা রাস্তার উপর হতে বিপুল হাসান (২৩) নামের এক ব্যাক্তির পরিহিত জিন্সের প্যান্টের ডান পকেট থেকে নিজ হাতে বাহির করে দেওয়া ৫০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার সহ তাকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যাবসায়ী দামুড়হুদা উপজেলার

দর্শনা থানাধীন কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের কুড়ুলগাছি গ্রামের বাগানপাড়ার বাসিন্দা ও মন্টু মিয়ার ছেলে। এ ঘটনায় পুলিশ গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করেছে।

দর্শনার দোস্ত গ্রামে জমি জায়গা নিয়ে বাড়িতে হামলা, আহত ১

চুয়াডাঙ্গার দোস্ত গ্রামে মাঠের জমিজমার ভাগবাটয়ারা নিয়ে বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠেছে রাজু গঙের বিরুদ্ধে। হামলায় বাড়ির গৃহকর্তী আহত হওয়ায় তাকে উর্দ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ভুক্তোভোগি পরিবার প্রতিকার চেয়ে ৯৯৯ কল দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে উভয়পক্ষকে নিজ নিজ অবস্থানে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের দোস্ত গ্রামের বসুতি পাড়ার ছামেদের ছেলে রওশানের সাথে মাঠের জমিজমা নিয়ে দীর্ঘ দিন বিরোধ চলে আসছে শাহাদতের ছেলে রাজু সাথে ।

রওশন অভিযোগ করে বলেন, তারিজের ধরে গতকাল শনিবার বিকাল ৫টার দিকে শাহদতের ছেলে রাজু, তার লোকজন সামসুলের ছেলে নাসির, মিরাজুল, হাসিবুল ও গোলাম রসূলের ছেলে জুয়েল কোদাল, হাসুয়া ও শাপোল দিয়ে বাড়িতে হামলা চালিয়ে ঘরদুয়ার ভেঙ্গে দেয়। তাদেরকে ঠেকাতে গেলে রাজু মারধর করে বাড়ির গৃহকর্তী মেহেজানকে (৫৫) পিটিয়ে আহত করে।

উপায়অন্ত না পেয়ে ৯৯৯ কল দিয়ে হিজলগাড়ী ক্যাম্প পুলিশের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌছায় এবং আইনি পরামর্শ দেয়। এব্যাপারে রাজু ফোন করে অভিযোগ অশিকার করে জানায়, তারা তাদের নিজের ঘর ভেঙ্গে আমাদের উপর দোষ চাপাচ্ছে।

হিজলগাড়ী ক্যাম্প পুলিশের ইনচার্জ এসআই তাপস সরকার বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় এবং উভয়পক্ষকে নিজ নিজ অবস্থানে থাকার জন্য বলে এসেছি। পরিস্থিতি বুঝে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

দর্শনায় ফেনসিডিলসহ চাঁপাইনবাবগঞ্জের রনি আটক

দর্শনায় মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ২৩বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যাবসায়ী রনি (২৬) কে আটক করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।সে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল থানার কেন্দবনা গ্রামের মেশের আলীর ছেলে।

রবিবার সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালায় কেরু এ্যান্ড কোম্পানির ১ নং গেটের সামনে পাঁকা রাস্তার উপর। এ সময় পুলিশ কাধেঁ ঝুলানো স্কুল ব্যাগের ভিতরে থেকে ২৩ বোতল ভারতীয় ফেনসডিল উদ্ধার করে।দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবিরের নেতৃত্বে, দর্শনা থানার এস আই সোহেল রানা, এস আই সুমন্ত বিশ্বাস, এ এস আই মামুনুর রশিদ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান চালায় দর্শনা থানাধীন কেরু এন্ড কোম্পানীর ১ নং গেটের সামনে পাকা রাস্তার উপর।

এ সময় পুলিশ ২৩বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ নাচোল থানার কেন্দবনা গ্রামের রনি কে গ্রেফতার করে । আজ তাকে ১৯৭৪ সালের মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

অবসরে যাবার আগেই স্বপদে থাকতে এক কর্মকর্তার জোর তদবির

চাকুরীতে নিয়োগ পাওয়া এবং অবসরে যাওয়া একটি নিয়মতান্ত্রিক বিধান রয়েছে। যা সকল চাকুরী জীবির ক্ষেত্রে প্রযজ্য। বিধিবিধান থাকা সত্বেও দর্শনা কেরুজ চিনিকলের এক কর্মকর্তার অবসরে যাবার আগেই স্বপদে বহাল থাকতে জোর তদবির শুরু করে দিয়েছেন। ফলে আলোচনা সমালোচনা শরু হয়েছে রাষ্টিয় প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে চুক্তিভিত্তীক নিয়োগ পাওয়ার বিধান রয়েছে কি না ? আর থাকলেও তার কোন দায়বদ্ধতা থাকে কি না? বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষ যেন গুরুত্বরসহকারে বিবেচনা করেন এনটাই দাবি সচেতন মহলের।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলে ৫টি বিভাগের মধ্যে ব্যবস্থপক প্রশাসনের পদটি খাতা কলমে ছোট হলেও বাস্তবে অনেক ক্ষমতার চেয়ার। বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) পদে আসিন আছেন শেখ মোঃ শাহাব উদ্দিন। আগামী ১৪ ডিসেম্বর ২০২২ সালে চাকুরী কালীন অবসরে যাবার কথা রয়েছে তার। অবসরে যাবার আগেই পুন:রায় স্বপদে চুক্তিভিত্তীক নিয়োগ পেতে জোর তদবির শুরু করে দিয়েছেন তিনি। যা চাকুরীর বিদি বহিরভূত।

একটি সূত্র জানিয়েছে চেয়ার ও পদবীটি ৫ম গ্রেডের হলেও চিনিকলের যত কারিশমা এখানে। এ চেয়ার থেকেই সবকিছু নিয়ন্ত্রীত হয়ে থাকে। যেখানে চাকুরীরর বেতনের পাশাপাশি থাকে অনেক কিছু। শেখ শাহাব উদ্দিন পিতার চাকুরীর সুবাদে ২০/১২/১৯৮৯ সালে কনিষ্ঠ করণিক পদে প্রথম যোগদান করেন। এর পর আর পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি তার। জোষ্ঠ করণিক, প্রশাসন বিভাগের গোপনীয় সহকারী, সহ-সমন্বয় কর্মকর্তা, ডিস্টিলারী সেলসের জুনিয়র অফিসার, ডিস্টিলারী বিভাগের সহ-ব্যবস্থপক, বিএনপি মতাদর্শের হওয়ায় রাজনৈতীক দ্বন্দে ২০১১ সালে

রংপুর সুগার মিলের সহ-ব্যবস্থপক বানিজ্যিক বিভাগে কয়েক মাসের জন্য বদলি। তদবির করে পুনরায় ডিস্টিলারী বিভাগের সহ-ব্যবস্থাপক হিসাবে ফিরে আসা, বানিজ্যিক বিভাগে উপব্যবস্থাপক, উপ-ব্যবস্থাপক প্রশাসন সর্বশেষ ৪/৩/২০২১ সালে বর্তমান পদে ব্যবস্থাপক প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করে আসছেন তিনি। চিনিকলের কয়েকজন প্রবীন শ্রমিক নেতার সাথে আলমডাঙ্গা উপজেলার গড়চপড়া গ্রামের শওকত আলীর ছেলে শেখ মো: শাহাব উদ্দিন মেধা খাটিয়ে করণিক থেকে সিড়ি বেয়ে চিনিকলের ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) পদে পদন্নতি পেয়েছেন।

১৯৬৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করা শেখ শাহাব উদ্দিনের বিধি মোতাবেক আগামী ১৪ ডিসেম্বরে নিয়ম অনুযায়ী চাকুরী কালীন অবসরে যাবার কথা রয়েছে। অবসরে যাবার আগেই নিজের চেয়ার ধরে রাখতে ২৪/০৯/২০২২ ইং তারিখ চুক্তিভিত্তিক নিয়োজনের জন্য আবেদন করেছেন। যেখানে শিল্পমন্ত্রী গত ৯/১০/২২ ইং তারিখে সুপারিশ করেছেন। ফলে তার আবেদনের ফাইলটি উপরের দিকে না গিয়ে নিচের টেবিলে ফেরত এসেছে। এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন করপোরেশনের ৫ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড। ফলে অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছে এটা কি আদৌও সম্ভব। আর হলে কোন আইনের বলে ? তবে সবকিছু পরিস্কার হবে ১৪ ডিসেম্বর।

অপর দিকে অনেকেই মন্তব্য করে বলেছেন, একটি রাষ্টিয় প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ পদে চুক্তিভিত্তীক নিয়োগ পাওয়া ব্যাক্তির খুব একটা দায়বদ্ধাতা থাকে না। ফলে প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর কোন ক্ষতি সাধিদ হলে এর ক্ষতিপূরণের দায়ভার বহণ করবে কে ? আর এভাবেই যদি চাকুরীর মেয়াদ বাড়ানো যায় তাহলে অনেকেই হাটবেন এ রাস্তায়। কেউ ছাড়তে চাইবেন না তার জায়গা। বিষয়টি নিয়ে চিনিকল এলাকাই বইছে আলোচনা সমালোচনার ঝড়। এ ব্যাপারে সদরদপ্তরের এক কর্মকর্তার সাথে কথা হলে তিনি নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, চাকুরীর মেয়াদ এভাবে বাড়ানো গেলে অনেকেই সফল হতো। যা বিধানে নেই তার পিছনে ছুটা মানে বোকামি ছাড়া আর কিছুই না।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলে শ্রম আইন গঠনতন্ত্র সংশোধনী বিষয়ক সাধারন সভা অনুষ্ঠিত

দর্শনা কেরুজ চিনিকলে শ্রম আইন বিধি মোতাবেক গঠনতন্ত্র সংশোধনী বিষয়ক বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকাল ১০ টার দিকে কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের আয়োজনে কেরুজ ডিস্টিলারি গেটের সামনে এ বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন, কেরুজ শ্রমিক -কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ। কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মুস্তাফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় উপস্থিত থেকে আরও আলোচনা করেন, শ্রমিক ইউনিয়নের সহ-সাধারণ সম্পাদক খবির উদ্দিন, সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম পিন্স সহ সকল সদস্যবৃন্দ।

আলোচনাকালে নেতৃবৃন্দরা বলেন, কেরুজ চিনিকলে এক সময় দেড় হাজারের বেশি শ্রমিক ছিল। সে সময় শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন ২৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ছিল। যখন শ্রমিক কমে গেল তখন কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নে এক জন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সভাপতি, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক ও ৯ জন সদস্য করে ১৩ জন বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। ১লা সেপ্টেম্বর-২২ শ্রম আইন বিধি মোতাবেক ১৫৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বলা হয়েছে কোন প্রতিষ্ঠানে ৮০১ থেকে ১৫’শ জন কর্মকর্তা কর্মচারী থাকলে শ্রমিকদের স্বার্থে সভাপতি ১ জন, সহ-সভাপতি ২ জন, সাধারণ সম্পাদক ১ জন, সহ-সাধারণ সম্পাদক ২ জন, কোষাধ্যক্ষ ১ জন, সাংগঠনিক সম্পাদক ১ জন, প্রচার সম্পাদক-১ জন দপ্তর সম্পাদক-১ জন ও সদস্য ১৫ জন করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের কমিটি গঠন যাবে। সে লক্ষে আয়োজিত গেট মিটিং সভায় উপস্থিত নের্তৃবন্দ সহ সকলে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের মতামত প্রকাশ করেন।

দর্শনায় ফেনসিডিলসহ দক্ষিণচাঁদপুরের জনি আটক

দর্শনায় মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩৬বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যাবসায়ী জনি (৩৩) কে আটক করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।সে দর্শনা পৌরসভার দক্ষিণচাঁদপুর গ্রামের ওহাব মিয়ার ছেলে।

জানা গেছে গতকাল শুক্রবার সকাল ১০ টার দিকে দর্শনা থানা পুলিশ অভিযন চালায় বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া ফার্ম পাড়ার সামনে পাঁকা রাস্তার উপর।দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবিরের নেতৃত্বে, দর্শনা থানার এস আই নীতিশ বিশ্বাস, এ এস আই তুহিন, এ এস আই হাফিজুর রহমান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালায় আকন্দবাড়িয়া ফার্ম পাড়ায়।

এ সময় পুলিশ ৩৬বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ দক্ষিণচাঁদপুর গ্রামের জনি কে গ্রেফতার করে ।গতকালই তাকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

দর্শনায় প্রতিবন্ধিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে উঠান বৈঠক

দর্শনায় প্রতিবন্ধিদের মাঝে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে উঠান বৈঠক অনুষ্টিত হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ১১ টার দিকে পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের মদনা গ্রামের ইলিয়াছের বাড়িতে এ বৈঠক অনুষ্টিত হয়।

উক্ত বৈঠকে মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার শাখা ব্যাবস্থাপক মকগুল হোসেনের সভাপতিত্বে এ স্বাস্থ্য সুরক্ষা বৈঠক অনুষ্টিত হয়।

এ বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আবু সাইদ মিন্টু, বিশেষ অতিথি

হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আবদুল্লাহ আল মামুন,বিল্লাল হোসেন।

স্যানিটেশন বিষয়ে আলোচনা করেন লাকিতারা ও সার্বিক অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন,মৌচাক সংস্থার সুপারভাইজার জিল্লুর রহমান।

দর্শনায় পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্য

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানার যদুপুর গ্রামে নানা বাড়ি বেড়াতে এসে খেলতে গিয়ে গর্তের পানিতে ডুবে শিশু আছিয়া খাতুন (৩) মৃত্য হয়েছে।

জানাগেছে আজ ২৬ নভেম্বর শনিবার বেলা ১১ টার দিকে বাড়ির পাশে খেলতে গিয়ে টিউবওয়েলর পাশে গর্তের পানিতে ডুবে মৃত্য হয়েছে।নিহত শিশু আছিয়া (৩) কুমিল্লা চাদপুর গ্রামের আলাউদ্দিনের মেয়ে।পারিবারিক সুত্রে জানা গেছে, গত কয়েকদিন আগে আমরা কুমিল্লা চাঁদপুর গ্রাম থেকে বেড়াতে এসেছি। আজ বেলা ১১ টার দিকে বাড়ির পাশে খেলতে গিয়ে টিউবওয়েলর পাশে গর্তের পানিতে পড়ে যায়।খোজাখুজি করে গর্তের ভিতর থেকে তুলে সাথে সাথে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।এ বিষয়ে একটি অপমৃত্যুর অভিযোগ হয়েছে।

দর্শনার বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফার রাষ্টিয় মর্যাদায় দাফন

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনার মদনা গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা বিশ্বাস (৭৫)ইন্তকাল করেছেন রাষ্টিয় মর্যাদায় তাকে দাফন সম্পর্ন করা হয়েছে। সে মদনা গ্রামের মাঝের পাড়ার মৃত আজিম হোসেন বিশ্বাস এর ছেলে।

সোমবার বেলা ১১ টায় দামুড়হুদা উপজেলার মদনা গ্রামের বাজারের জামে মসজিদের সমানে নামাজের জানাজা শেষে মদনা গ্রামের পািরিবারিক কবরস্হানে দাফন সম্পর্ন করা হয়।দাফনের এর আগে বেলা সাড়ে ১০ টায় তার প্রতি প্রথমে রাষ্টিয় মর্যাদায় সালাম গার্ড অব অনার প্রদর্শন করে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনের একটি চৌকসটিম।

এর পর দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগম বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা বিশ্বাসের শোক সমাপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।এ সময় আরও উপস্হিত ছিলেন দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবির,ও গ্রামের গণ্যমান্য ব্যাক্তবর্গ।